জিহাদ কি কেন ও কিভাবে?

মুফতি আবদুর রহমান গিলমান

ইসলাম ও মুসলমানগণ বর্তমান বিশ্বে বিধর্মীদের পক্ষ থেকে তিন ধরণের হামলার শিকার হচ্ছে। প্রথমত: তারা সশস্ত্র আক্রমণের শিকার হচ্ছে। তাদের বিভিন্ন জনপদগুলোর উপর বিমান আক্রমণ ও বোমা নিক্ষেপ করে ধ্বংস ও তছনছ করে দেয়া হচ্ছে। অসংখ্যা জান ও মালের ক্ষতি সাধন করা হচ্ছে।
দ্বিতীয়ত: তাদের প্রতি পরিকল্পিতভাবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চলানো হচ্ছে।
তৃতীয়ত: বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ, যার মাধ্যমে তারা ইসলামের অসাড়তা প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং ইসলামের ওপর বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে যাচ্ছে। যেমন- ইসলাম সেকেলে একটি ধর্ম এখানে প্রগ্রেসিভ বলতে কিছু নেই, ইসলাম সন্ত্রাসের ধর্ম এবং তা তরবারীর সাহায্যে বিস্তৃত হয়েছে। ইসলাম নারীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। ইসলামে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।
মূলতঃ উক্ত সকল ধরণের আক্রমণের প্রতিহত করাই জিহাদ। ২য় ও ৩য় প্রকারের আক্রমণ এককভাবে কিছুটা মুকাবিলা করা গেলেও প্রথম প্রকারের আক্রমণ এককভাবে মুকাবিলা সম্ভব নয়। তা দলবদ্ধভাবে মুকাবিলা করতে হবে। কিন্তু তা হতে হবে ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ি। আর এটাকে কেন্দ্র করেই মূলতঃ মুসলমানের একটা অংশ চরমপন্থা অবলম্বন করছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই জিহাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

জিহাদের শাব্দিক অর্থ

জিহাদ শব্দটি জাহদুন বা জুহুদুন শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ চেষ্টা করা, সর্বশক্তি ব্যয় করা ইত্যাদি।
১. কোন বিষয়ের চূড়ান্ত সাফল্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কথা ও কাজ দ্বারা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো।
২. কষ্ট স্বীকার করা।
৩. শত্রুকে প্রতিহত করতে সাধ্যমত চেষ্টা করা।
[তাজুল উরুস, কামুসুল ফিকহি]

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ

بذل الوسع والطاقة، بالقتال في سبيل الله عز وجل، بالنفس والمال واللسان، أو غير ذلك"
জান-মাল, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর পথে লড়াই করার কাজে নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করাকে জিহাদ বলে। -(বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড ০৬, পৃষ্ঠা ৫৭।)
বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন:
بَذْل الْجَهْد فِي قِتَال الْكُفَّار ، وَيُطْلَق أَيْضًا عَلَى مُجَاهَدَة النَّفْس وَالشَّيْطَان وَالْفُسَّاق . فَأَمَّا مُجَاهَدَة النَّفْس فَعَلَى تَعَلُّم أُمُور الدِّين ثُمَّ عَلَى الْعَمَل بِهَا ثُمَّ عَلَى تَعْلِيمهَا ، وَأَمَّا مُجَاهَدَة الشَّيْطَان فَعَلَى دَفْع مَا يَأْتِي بِهِ مِنْ الشُّبُهَات وَمَا يُزَيِّنهُ مِنْ الشَّهَوَات ، وَأَمَّا مُجَاهَدَة الْكُفَّار فَتَقَع بِالْيَدِ وَالْمَال وَاللِّسَان وَالْقَلْب ، وَأَمَّا مُجَاهَدَة الْفُسَّاق فَبِالْيَدِ ثُمَّ اللِّسَان ثُمَّ الْقَلْب
অর্থাৎ, কাফেরদের সাথে সংগ্রাম করতে গিয়ে শক্তি ক্ষয় করা। এর (জিহাদ) দ্বারা নিজের প্রবৃত্তি, শয়তান এবং দুরাচার সকলের সাথে সংগ্রাম করাকেও বুঝায়। এখানে প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ বলতে দীন শিক্ষাগ্রহণ করা, শিক্ষাদান করা ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা, শয়তানের সাথে সংগ্রাম বলতে তার আনীত সংশয় ও অযাচিত লোভ লালসা প্রতিরোধ করাকে বুঝায়। আর কাফেরের সাথে জিহাদ হাত (শক্তি প্রয়োগ), সম্পদ, কথা কিংবা অন্তর যে কোনটার মাধ্যমেই হতে পারে। এছাড়া দুরাচারীদের সাথে জিহাদ হাত দ্বারা (শক্তি প্রয়োগ) অতঃপর জবান তারপর অন্তর দ্বারা হতে পারে। (ফাতহুল বারী: জিহাদ ও সিয়ার অধ্যায়, খণ্ড ০৬, পৃষ্ঠা ০৫, দারুদ দাইয়ান, কাহেরা।)
বিশিষ্ট শাইখুল হাদিস, আল্লামা নূরুল ইসলাম আদীব সাহেব দা.বা. বলেছেন, জিহাদ মানে হলো-
اسلام کا بول بالا ہو اور دشمنان اسلام کا منہ کالا ہو
ইসলাম কা বোল বালা হো আওর দুশমনানে ইসলাম কা মুহ কালা হো।
অর্থাৎ ইসলামের বাণী উঁচু হওয়া এবং ইসলামের দুশমনদের চেহারা কালো হওয়া।

জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. আল্লাহর দীনকে সমুন্নত রাখা।
২. ইসলামের দাওয়াতের সংরক্ষণ।
৩. নতুন এলাকা ও রাষ্ট্র বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের সম্প্রসারণ।

৪. আল্লাহর আইনের বাস্তবায়ন ও ইসলামী বিধান চালু।
৫. মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের আগ্রাসনের প্রতিহতকরণ।
৬. আল্লাহর পথে শাহাদাত অর্জনের পরম সৌভাগ্য লাভ।
৭. মুসলমানের মাঝে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি।
৮. কাফিরদের ক্ষতি সাধন থেকে ইসলামী রাষ্ট্রকে সংরক্ষণ।
৯. মুনাফিকদের চিহ্নিতকরণ যেহেতু তারা যুদ্ধকে এড়িয়ে চলে।
১০. মুমিনগণ পাপ থেকে মুক্তি লাভ করেন।
১১. ধৈর্যের সাথে সর্বাবস্থায় ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এক প্রশিক্ষণ অর্জন।
১২. গনীমতের মাল ও বন্দী অর্জন।
১৩. দুর্বল ও অসহায় মুসলমানদের সাহায্য ও হিফাজত।
১৪. ইসলাম ও মসলমানদের বিরুদ্ধবাদী শক্তিকে নির্মূলকরণ।
১৫. আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা ও নৈকট্য অর্জন হয়।
১৬. ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে যায়।
১৭. জান্নাতে ঈর্ষণীয় বিশেষ মর্যাদা লাভ।

জিহাদের প্রকারভেদ

জিহাদ প্রথমত তিন প্রকার। যথা-

১. المجاهدة مع النفس নিজের নফস বা প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ।

المجاهد من جاهد لنفسه في طاعة الله

رجعنا من الجهاد الأصغر الي الجهاد الأكبر

২. ইলম এর সাহায্যে জিহাদ। এই জিহাদকে জিহাদে কাবীর বলা হয়েছে।

فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

জিহাদ বিল ইলম দুই প্রকার। যথা-

ক. المحافظة بالنشر والاشاعة (প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে দীনের সংরক্ষণ)। এটি আবার চার প্রকার। যথা-

১. ভাষা ও যুক্তির দ্বারা জিহাদ (জিহাদ বিল লিসান)
২. শরীর ও মন দ্বারা জিহাদ (জিহাদ বিন নাফস)
৩. লিখনীর মাধ্যমে জিহাদ (জিহাদ বিল কলম)
৪. সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে জিহাদ (জিহাদ বিল মাল)

খ. المدافعة عن الحق بالحق (বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগ অকাট্য দলিল প্রমাণের দ্বারা মোকাবিলা করা। এটিও চার প্রকার। যথা-

১. ভাষা ও যুক্তির দ্বারা জিহাদ (জিহাদ বিল লিসান)
২. শরীর ও মন দ্বারা জিহাদ (জিহাদ বিন নাফস)
৩. লিখনীর মাধ্যমে জিহাদ (জিহাদ বিল কলম)
৪. সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে জিহাদ (জিহাদ বিল মাল)

৩. তৃতীয় প্রকার জিহাদ- জিহাদে কতল বা স্বশস্ত্র জিহাদ। এটি দুই প্রকার–

ক. আক্রমণাত্মক জিহাদ (جهاد اقدامي)
খ. আত্মরক্ষামূলক জিহাদ (جهاد دفاعي)

সূত্রঃ আহকামুল কুরআন, আবু বকর জাস্‌সাস রহ.

জিহাদের স্তর

জিহাদের বেশ কিছু স্তর রয়েছে। জিহাদ বললেই অস্ত্র ব্যবহার করা বুঝায় না। জিহাদের স্তর সম্বন্ধে ইমাম ইবনুল কায়্যিম জাওযী রহ. বলেছেন-

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদের স্তর চারটি। সেগুলো হল-

১. সত্য দীন (ইসলাম) শিক্ষাগ্রহণ করা। কেননা, সত্য দীন তথা ইসলাম ছাড়া অন্যত্র কোন কল্যাণ নেই।
২. দীন শিক্ষাগ্রহণের পর তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা। কেননা, বাস্তবায়ন ছাড়া শুধুমাত্র শিক্ষাগ্রহণ করলে তাতে ক্ষতি না হলেও কোন লাভ হয় না।
৩. যা শিক্ষাগ্রহণ করেছে তা অপরকে শিক্ষাদান করা। কেননা, দীনের কোন কিছুকে গোপন করলে আল্লাহ তায়ালার আযাব থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে পারবেনা।
৪. ইসলামের বিধানকে তুলে ধরতে গিয়ে কোন বিপদ আসলে ধৈর্যধারণ করা ও কষ্ট স্বীকার করা।

শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদের রয়েছে দু'টি স্তর

১. সংশয় দূর করা।

২. কু-প্রবৃত্তিকে প্রতিরোধ করা।

কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের স্তর চারটি

১. অন্তর দিয়ে কাজটাকে মূলোৎপাটনের চেষ্টা করা,

২. মুখের কথা দ্বারা তা প্রতিরোধ করা,

৩. এ পথে সম্পদ ব্যয় করা ও

৪. নিজের জীবন আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করা।

অত্যাচারী যালিম ও অবাধ্যদের বিরুদ্ধে জিহাদের স্তর তিনটি

১. সক্ষম হলে (ক্ষমতাবান) শক্তি প্রয়োগ করে তা রুখে দেয়া।

২. শক্তি প্রয়োগে অক্ষম হলে মুখের কথা দিয়ে তা রুখবে।

৩. তাতেও সক্ষম না হলে অন্তর দিয়ে তাকে (কাজকে) ঘৃণা করবে এবং তা প্রতিহত করার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকবে।

এই হল জিহাদের ১৩ টি স্তর। কেউ যদি জিহাদ না করে কিংবা অন্ততঃপক্ষে জিহাদের কল্পনা মনের ভিতর না রেখে মারা যায়, তাহলে যেন সে মুনাফিকের একটা গুণাবলী নিয়েই মৃত্যুবরণ করল। (যাদুল মা'আদ, পৃষ্ঠা ০৯, খণ্ড ০৩, আল রিসালাহ পাবলিকেশন্স, বৈরুত।)

জিহাদের পদ্ধতি

- একটি রাষ্ট্রের পুরো ভূখণ্ডে শুধুমাত্র রাষ্ট্র প্রধানের নেতৃত্বে অথবা তার সম্মতিতেই জিহাদ সংগঠিত হতে হবে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর যুগে তাঁর আদেশ বা তাঁর সম্মতি ছাড়া কোন একটি যুদ্ধও সংগঠিত হয়নি। কোন একজন সাহাবী বিক্ষিপ্তভাবে জিহাদ করেছেন তার কোন প্রমাণ নেই।
- যুদ্ধ শুরুর আগে অবশ্যই প্রতিপক্ষের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে।
- যুদ্ধকালীন সময় কেউ যদি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দান করে তা নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে।
- কোন বৃদ্ধ, নারী ও শিশুকে হত্যাকরা যাবে না।

জিহাদের বিধান

আল্লাহ তা'আলা ২য় হিজরীতে নিম্ন বর্ণিত আয়াতের মাধ্যমে মানবজাতির ওপর জিহাদ ফরয করেন :

অর্থাৎ "তোমাদের ওপর জিহাদ ফরয করা হলো যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়।"

তবে উক্ত ফরয ফরযে কিফায়াহ। অর্থাৎ সমস্ত মুসলিম মিল্লাতের ওপর জিহাদ ফরয, তবে কিছু সংখ্যক লোক তা পালন করলে সকলের পক্ষ থেকে উক্ত ফরয আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কেউ উক্ত ফরয আদায় না করে তবে গোটা উম্মত গুনাহগার হবে।

তবে নিম্ন বর্ণিত তিনটি অবস্থার সময় জিহাদ ফরযে আইন অর্থাৎ নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর জিহাদ ফরয হয়ে যায়।

১. কোন ব্যক্তি যদি যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত থাকে তবে তার প্রতি জিহাদ ওয়াজেব হয়ে যায়। (সূরা আনফাল : ১৫, ৪৫)

২. যখন শত্রু পক্ষ মুসলমানদের কোন শহরে প্রবেশ করে ফেলবে তখন উক্ত শহরবাসীর সকলের প্রতি জিহাদ ওয়াজিব বা ফরয হয়ে যাবে। (সূরা তাওবাহ : ১২৩)

৩. যখন বাদশাহ অথবা সেনাপতি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে জিহাদের ময়দানে তলব করবেন তখন উক্ত ব্যক্তির ওপর জিহাদে অংশ গ্রহণ ওয়াজিব হয়ে যাবে। (সূরা তাওবাহ : ৩৮)

জিহাদের ফজিলত

১. আমাদের নিকট সমস্ত দুনিয়া ও উহার সমস্ত সম্পদের মূল্য যে পরিমাণ, আল্লাহর নিকট ঐ অল্প সময়ের জন্য জিহাদের উদ্দেশ্যে বাহির হওয়ার মূল্য তদপেক্ষা অধিক ।

২. দুনিয়া ও দুনিয়ার সমুদয় সম্পদ দান করলে যে পরিমাণ সওয়াব লাভ হয় । অল্প সময়ের জন্য জিহাদের পথে বাহির হওয়া তদপেক্ষা অধিক সওয়াব লাভ হয়ে থাকে ।

৩. জিহাদের ময়দানে বের হলে মুজাহিদ ২টি পুরস্কারের মধ্য হতে ১টি অবশ্যই পাবে , (ক) সে শাহাদাৎ বরণ করবে। (খ) গাজীবেশে পূর্ণ সওয়াব ও মালে গণিমত সহ নিজ গৃহে ফিরবে ।

৪. গুনাহ খাতা মাফ করে দিবেন, ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিবেন।

৫. জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত আর সে জান্নাত এমন যা চিরস্থায়ী আবাসস্থল। এখানে লক্ষণীয় যে, "জান্নাতে প্রবেশ করাবেন" অর্থাৎ জিহাদ করলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর দায়িত্ব। তিনি জিহাদকারীকে অবশ্যই জান্নাতে দাখিল করবে।

৬. আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে। আল্লাহ তায়ালা তার পক্ষ থেকে মুজাহিদদেরকে জিহাদে সাহায্য করবেন। রসুলুল্লাহ সা. থেকে শুরু করে অদ্যাবধি আল্লাহ তায়ালা জিহাদে সাহায্য করেছেন যা হাদীস কোরআন এবং ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। বর্তমান যুগে বসনিয়া ও আফগানের জিহাদ চাক্ষুস প্রমাণ।

৭. নিকট বিজয় অর্থাৎ জিহাদে রত থাকলে আল্লাহ তায়ালা অচিরেই বিজয় দান করবেন। ইসলামের বিজয় পতাকা উড়বে।

জিহাদের বৈশিষ্ট্য

১. রাসূল সা. ঘোষিত সর্বশ্রেষ্ঠ আমলের অন্তর্ভুক্ত।
২. ফিতনা নির্মুল করে।
৩. শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।
৪. মুমিন মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য করে।
৫. মুসলমানদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করে।
৬. বাতিলের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়।

জিহাদ ও যুদ্ধের পার্থক্য

জিহাদ ও যুদ্ধ এক জিনিস নয়। এ দু'টি ভিন্ন জিনিস। জিহাদের ভিতরে যুদ্ধ থাকতে পারে, আর যুদ্ধই জিহাদের চুড়ান্ত স্তর। তবে, যুদ্ধ সবসময় জিহাদ বলে গণ্য হয় না। জিহাদের একটি অংশ ও চুড়ান্ত স্তর হল যুদ্ধ। অন্য কথায় আমরা বলতে পারি, কিছু কিছু যুদ্ধকে জিহাদ বলা যায়, তবে সব যুদ্ধকে জিহাদ বলা যায় না। কেননা, অনেক সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করা লাগে। সেটা মোটেই জিহাদ নয়।

(বি.দ্র. জিহাদ ও যুদ্ধের মাঝে আম খাস মিন ওয়াজহিন এর নিসবাত)

জিহাদ কাদের বিরুদ্ধে

দুই প্রকার শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ।

১. প্রকাশ্য শত্রু (মানুষ)
২. অপ্রকাশ্য শত্রু (নফস ও শয়তান)

প্রকাশ্য শত্রুর মোকাবেলায় প্রকাশ্য অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। আর তাহলো আন্দোলন, সংগ্রাম (জিহাদ)
অপ্রকাশ্য শত্রুর মোকাবেলায় অপ্রকাশ্য অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। তাহলো রূহানিয়াত (আত্মশুদ্ধি)
আর তাইতো ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র অন্দোলন রূহানিয়াত ও জিহাদের সমন্বিত প্রয়াস।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সশস্ত্র জিহাদ

ইসলামী শরীয়তে রাষ্ট্রকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১. দারুল ইসলাম, ২. দারুল হরব, ও ৩. দারুল আমান।
দারুল ইসলাম বলা হয় যেখানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত আছে। দারুল ইসলামে ইসলামের সকল বিধি-বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রয়োগ করা হয়। দারুল হরব বলা হয় শত্রু কবলিত রাষ্ট্রকে। যেখানে কুফরী বিধান প্রতিষ্ঠিত এবং মুসলমানদের ঈমান-আমল নিয়ে বেঁচে থাকা কষ্ট সাধ্য। দারুল আমান বলা হয় যেখানে ইসলামও পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং কুফরও প্রতিষ্ঠিত নয়। মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবে স্বীয় ধর্ম পালনে সক্ষম। চাই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হোক অথবা সংখ্যালঘু। কিন্তু ইসলামের শাস্তির বিধান প্রয়োগ করতে সক্ষম নয়। তবে দীন প্রচার ও পালনে স্বাধীন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও স্বীয় ধর্ম পালনে স্বাধীন। কোন ধর্ম পালনেই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোন বিধি-নিষেধ নেই। তবে ইসলামী আইন উক্ত রাষ্ট্রে প্রচলিত নয়। আইন চলে মানবরচিত বা কুফরী আইন। তখন উক্ত রাষ্ট্রের নাম হবে দারুল আমান। যেমন রাসূল সা. এর যুগে ছিল খ্রিস্টান বাদশা নাজ্জাশীর দেশ আবিসিনিয়া। বাংলাদেশসহ বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশ দারুল আমানের অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রের এই তিন ভাগের মধ্যে দারুল হরবে সবার ওপর জিহাদ ফরজ হয়। দারুল আমান বা দারুল ইসলামে নয়। আর বাংলাদেশ দারুল ইসলাম না হলেও দারুল আমান। তাই বাংলাদেশে সশস্ত্র জিহাদ ফরজ হয়ে গেছে, সশস্ত্র জিহাদে নামতে হবে বলা বিশৃংখা সৃষ্টি আর দীনের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়।

সশস্ত্র জিহাদের শর্ত

জিহাদের অন্যান্য শর্তাবলী যেমন, মুসলমান হওয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পুরুষ হওয়া ইত্যাদি ছাড়াও সশস্ত্র জিহাদের জন্য বিশেষ কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন-

১. যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের পরিপূর্ণ শক্তি সামর্থ থাকা। অর্থাৎ মুসলমানদের শারিরিক শক্তি, পর্যাপ্ত পরিমাণ সৈন্য ও যুদ্ধসামগ্রী প্রস্তুত থাকা। কারণ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার সাধ্যের বাইরে কোন কিছু ছাপিয়ে দেন না। যেমন ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না। –সূরা বাকারা–২৮৬। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে। সূরা অনফাল–৬০। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণ শক্তি সামর্থ ছাড়া সশস্ত্র জিহাদের জন্য আহবান করা নিতান্ত বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়।
২. প্রতিপক্ষের সাথে পূর্ব নির্ধারিত কোন চুক্তি না থাকা। কিন্তু চুক্তি ভঙ্গের কোন কারণ পাওয়া গেলে তখন ভিন্ন কথা।

৩. যুদ্ধ না করার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকা। অর্থাৎ মুসলমানদের পূর্ণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি সেখানে যুদ্ধ না করার মধ্যে কল্যাণ থাকে তখন যুদ্ধ না করা। যেমন, হোদাইবিয়ার সময় মুসলমানদের পূর্ণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধ করেননি।

৪. ইমামের আহবানে এবং ইমামের নেতৃত্বে জিহাদ করা। রাসূল সা. ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই ইমাম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ যার পেছনে থেকে জনগণ যুদ্ধ করে এবং যার মাধ্যমে জনগণ নিজেদেরকে রক্ষা করে। সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, হাদিস নং- ১৮৪১

৫. পিতা-মাতার অনুমতি হওয়া। কারণ একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূল সা. এর নিকট এসে জিহাদের অনুমতি চাইলো। রাসূল সা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত? সে উত্তর দিলো, হ্যাঁ। তখন রাসূল সা. বললেন, তুমি তোমার পিতা-মাতার খেদমত কর।

৬. যুদ্ধ করতে অক্ষম এমন কাওকে হত্যা না করা। যেমন, শিশু, মহিলা, দুর্বল বা বৃদ্ধ পুরুষ ইত্যাদি।

সশস্ত্র জিহাদের এই শর্তগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে স্পষ্ট বুঝা যাবে যে, বাংলাদেশে আদৌ সশস্ত্র জিহাদের প্রেক্ষাপট আছে কিনা।

জিহাদ ও কিতাল

জিহাদ ও কিতালের মাঝে পার্থক্য হলো- জিহাদ কিতালের চেয়ে ব্যাপক। কারণ জিহাদ অনেক মাধ্যমে হতে পারে। যেমন– অস্ত্র, বক্তব্য, সম্পদ, লিখনী ইত্যাদি যা আমরা পূর্বে জিহাদের প্রকার এবং স্তরে আলোচনা করেছি। কিন্তু কিতাল শুধুমাত্র অস্ত্রের মাধ্যমেই হয়। অন্য কোন মাধ্যমে কিতাল হয়না।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে জিহাদ এবং কিতাল শব্দ দুটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। জিহাদ শব্দটি মূল ধাতু ঠিক রেখে শাব্দিক পরিবর্তনসহ মোট ৩৯ জায়গায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন-

১. সশস্ত্র সংগ্রাম অর্থে- **وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا** – সূরা নিসা-৯৫

২. কথাবার্তা বা বক্তব্যের অর্থে- **وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا** - সূরা ফুরকান-৫২

৩. কাজের অর্থে- **وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ** - সূরা আনকাবুত-০৬

অনুরূপভাবে কিতাল শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ৮৭ জায়গায় ব্যবহার হয়েছে। যেমন–

১. সশস্ত্র যুদ্ধের অর্থে- **فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ** –সূরা বাকারা-১৯১

২. হত্যা করা অর্থে- **ومن يقتل مؤمنا متعمدا** -সূরা নিসা-৯৩

৩. অভিশাপ অর্থে- **فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ** সূরা মুদ্দাসিসর–১৯

৪. শাস্তি অর্থে– **مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا** –সূরা আহযাব-৬১

৫. কিসাস অর্থে– **فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ** –সূরা বনী ইসরাঈল-৩৩

৬. জীবিত দাফন করা অর্থে– **وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ** –সূরা আনআম–১৫১

০৭. জবাই অর্থে– **يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءكُمْ** –সূরা আরাফ–১৪১

শাহাদাতের ফযীলত

কুরআনে কারীমের দুটি আয়াত"প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে" এবং "যখন মৃত্যু আসবে তখন সামান্য সময়ও আগ পর হবেনা" প্রত্যেক মুসলমানই এই আয়াত দুটিকে স্বীকার করে। এ দুটি আয়াত এমন এক বাস্তব সত্য যা অস্বীকারের কোন সুযোগ নেই।

আয়াত দুটি যদি সত্যিই সত্য হয়, তাহলে আমরা অন্তরে এই কামনা করতে পারি যে, আমার শহীদি মুত্যু হোক। এই কামনা করতে তো কোন সমস্যা নেই। কারণ এমন তো নয়, যে শহীদি মৃত্যু কামনা না করলে মৃত্যু আসবে না বা আসলেও নির্ধারিত সময় থেকে অনেক পরে আসবে।

কুরআন ও হাদীসে শহীদদের অনেক ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তার কিছু প্রদত্ত হলো।

আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনও মৃত মনে করো না; বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। সূরা আলে ইমরান-১৬৯

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ছাড়া আর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্খা পোষণ করবে না, যদিও দুনিয়ার সকল জিনিস তার কাছে বিদ্যমান থাকবে। সে দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্খা করবে যেন দশবার শহীদ হয়। কেননা সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে। সহীহ বুখারী

রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর নিকট শহীদদের জন্যে ছয়টি পুরস্কার রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে-

ক. প্রথম রক্ত বিন্দু ঝরতেই তাকে মাফ করে দেয়া হয় এবং জান্নাত যে তার আবাসস্থল তা চাক্ষুষ দেখানো হয়।

খ. তাকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

গ. সে ভয়ানক আতঙ্ক থেকে নিরাপদ থাকে।
ঘ. তাকে সম্মানের টুপি পরিয়ে দেয়া হবে, যার এক একটি 'ইয়াকুত' পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকেও উত্তম।
ঙ. তাকে উপঢৌকন স্বরূপ আয়ত নয়না হূর প্রদান করা হবে এবং
চ. তাকে সত্তর জন আত্মীয় স্বজনের জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রদান করা হবে -তিরমিযী হাদিস নং ১৬৬৩, ইবনে মাজাহ হাদিস নং- ২৭৯৯।

এছাড়াও কুরআন ও হাদিসে শহীদদের আরও যে সকল ফজীলত বর্ণিত হয়েছে-

১. শহীদরা অমর
২. শহীদরা নিহত হবার কষ্ট অনুভব করে না
৩. শহীদের লাশ পঁচে না
৪. কিয়ামতের দিন শহীদরা তাজা রক্ত নিয়ে উঠবে
৫. শহীদের জন্য রিয্‌কে হাসানা ও সন্তোষজনক জান্নাত
৬. শহীদদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার
৭. আল্লাহর সান্নিধ্য এবং যা খুশী তাই পাবার অধিকার লাভ
৮. শহীদ পরিবারের গৌরব
৯. শাহাদাত উচ্চ মর্যাদার মডেল

এগুলোর প্রত্যেকটির ওপর কুরআন ও হাদিসের দলীল রয়েছে। আলোচনা সংক্ষেপ করার লক্ষে তা উল্লেখ করা হয়নি।

.....
শীট প্রস্তুতকারক
সাবেক কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন